বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

নিউজ লেটার

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদকীয়

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো উন্নত ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে 'নিরাপদ জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী বদ্বীপ' গড়ে তোলার ভিশন বাস্তবায়নে সেতু বিভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাঙ্খিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর আকস্মিক আঘাতে কাজের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায় করোনাজনিত স্থবিরতা কাটিয়ে চলমান মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য। সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে জাতির সক্ষমতা ও গর্বের প্রতীক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। গতি ফিরে এসেছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আরও বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও বিআরটি এলিভেটেড লেন নির্মাণ। ঢাকা শহরে সাবওয়ে (পাতাল রেল) নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। এটি নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ। এভাবেই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে অদম্য গতিতে। সবার প্রত্যাশা, পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে সূচিত এ সাফল্য অব্যাহত থাকবে এবং দেশের উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমানের অগ্রগতিতে তা যথাযথ অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

পদ্মা বহুমুখী সেতুর মূল কাঠামো দৃশ্যমান

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় গুরুত্বপূণ ও ফাস্টট্রাকভুক্ত পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মূল সেতুর ৪২টি পিয়ারে উপর ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের সর্বশেষ স্প্যানটি (৪১তম স্প্যান) ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে স্থাপনের মাধ্যমে শতভাগ দৃশ্যমান একটি বড় মাইলফলক। এ স্প্যান স্থাপনের মাধ্যমে দৃশ্যমান হলো ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পুরো পদ্মা সেতু। এ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ জয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে।

চিত্র: সর্বশেষ ৪১তম স্প্যান স্থাপন

পদ্মা সেতু এখন আর স্বপ্ন নয়, এটি আমাদের সক্ষমতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মূল সেতুর ৯১.৫০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৩ ভাগ। পদ্মা বহুমখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সক্ষমতার প্রতীক। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সেতু নির্মাণে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিলেও বিশ্বব্যাংক কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তোলার ফলে পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন থেকে ৩টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) পদ্মা সেতু অর্থায়ন থেকে সরে যায়। নানা প্রতিকুলতা ও গুজব এবং সব ষড়যন্ত্রকে পেছনে ফেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদ্মা বহুমুখী সেতু। পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের সাহসী পদক্ষেপ বর্তমান বিশ্বে আমাদের সক্ষতার বিষয়ে নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সাহসী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এটির নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। নির্মানাধীন পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। আগামী ২০২২ সালের জুন মাসে জনসাধারণের চলাচলের জন্য পদ্মা বহুমুখী সেতু উন্মুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল-এর দ্বিতীয় টিউবের বোরিং কাজ শুরু

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বাংলাদেশ সেতু তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নদীর নিচে নির্মাণাধীন প্রথম টানেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান টানেলটি দু'টি টিউব সম্বলিত ও ৩.৩১৫ কি: মি: দীর্ঘ এবং টানেলের পশ্চিম প্রান্তে ০.৫৫ কিলোমিটার ও পূর্ব প্রান্তে ৪.৭৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এপ্রোচ রোড এবং ৭২৭ মিটার Viaduct সহ এই টানেলটি চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলাকে শহরাঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করবে।

চিত্র: ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এর দ্বিতীয় টিউব-এর উদ্বোধন

চীনের সাংহাই শহরের আদলে চট্টগ্রামকে 'ওয়ান সিটি, টু টাউন' মডেলে গড়ে তুলতে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে এই টানেল নির্মীত হচ্ছে। গত ০২ অগাস্ট ২০২০ তারিখে টানেলের প্রথম টিউব-এর বোরিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ টিউব দিয়ে গাড়ি পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে আনোয়ারা প্রান্তে বের হবে। গত ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে টানেলের দ্বিতীয় টিউবের বোরিং কাজ শুরু হয়েছে। এ টিউব দিয়ে গাড়ি আনোয়ারা প্রান্ত হতে পতেঙ্গা প্রান্তে বের হবে। টানেলের প্রতিটি টিউব চওড়ায় হবে ১০.৮ মিটার এবং উচ্চতায় হবে ৪.৯ মিটার। প্রকল্পের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬২%। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে এই সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঢাকা সাবওয়ের (পাতাল রেল)-এর ১১টি নেটওয়ার্ক (রুট) চিহ্নিত

ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট সমস্যা সমাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে ২৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাইনমেন্টের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনে মোট ১১টি সাবওয়ে নেটওয়ার্কের প্রস্তাব করা হয়েছে।

চিত্র: ঢাকা সাবওয়ে রুটের এলাইমেন্ট

জিটুজি-পিপিপিতে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ জিটুজি-পিপিপিতে "ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর ১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু" নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্ণিত সেতুটি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান DAEWOO, KEC ও HYUNDAI কনসোর্টিয়াম এর জিটুজি পিপিপি এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমানে Transaction Advisor নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত সেতুটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরের সাথে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যেমে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের বিকল্প এলাইনমেন্ট হিসাবে কাজ করবে। এ পথে ঢাকা হতে আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এবং ভারতের আগরতলার দূরত্ব সবচেয়ে কম হবে।

সেতুটি নির্মিত হলে ঐ এলাকায় নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, যা জনগনের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সামগ্রিকভাবে শিল্প ও সেবা খাতের প্রসার ঘটবে এবং সেতুটি জাতীয় জিডিপিতে অবদান রাখবে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ঋণচুক্তি অনুমোদন

চিত্র: ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের Schematic view

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত মোট ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়েটি ১৬,৯০১.৩৩ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটির ঋণচুক্তি গত নভেম্বর ২০২০ মাসে চীনের স্টেট কাউন্সিলে অনুমোদিত হয়েছে। আগামী এপ্রিল ২০২১ মাসে Exim Bank, China. এর সাথে ঋণচুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়। বর্তমানে ৭৫% ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে উত্তরাঞ্চলের ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের কাজ

রাজধানীর তীব্র যানজট নিরসনকল্পে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে এই প্রকট যানজট সমস্যা লাঘব হবে।

চিত্র: সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

চারলেন বিশিষ্ট ও ১৯.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে শুরু হয়ে কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, হয়ে চট্টগ্রাম রোডের কুতুখালী পর্যন্ত নির্মাণাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পে একটি লিংক রোড রয়েছে যা মগবাজার রেল ক্রসিং হতে শুরু হয়ে হোটেল সোনারগাঁও, হাতিরপুল ও কাটাবন হয়ে পলাশী পর্যন্ত যাবে।

চিত্র: নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প

প্রকল্পটি ৩য় ধাপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১ম ধাপঃ শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে বনানী রেল স্টেশন পর্যন্ত, ২য় ধাপঃ বনানী রেল স্টেশন হতে মগবাজার রেল ক্রসিং পর্যন্ত এবং ৩য় ধাপঃ মগবাজার রেল ক্রসিং হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক (কুতুবখালী) পর্যন্ত।

প্রথম ধাপের সার্বিক অগ্রগতি ৫৮% এবং দ্বিতীয় ধাপের অগ্রগতি ৮% সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২১ সালের মধ্যে তেজগাঁও রেলগেট পর্যন্ত অংশের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। জুন ২০২৩ সাল নাগাদ এই প্রকল্পের পুরো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।

চিত্র: পুনর্বাসন ভিলেজ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াও তাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজসহ অন্যান্য সুবিধাদি যেমন- মসজিদ, স্কুল, ক্লিনিক, খেলার মাঠ, জীম, কমিউনিটি মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এই নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭৫%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু

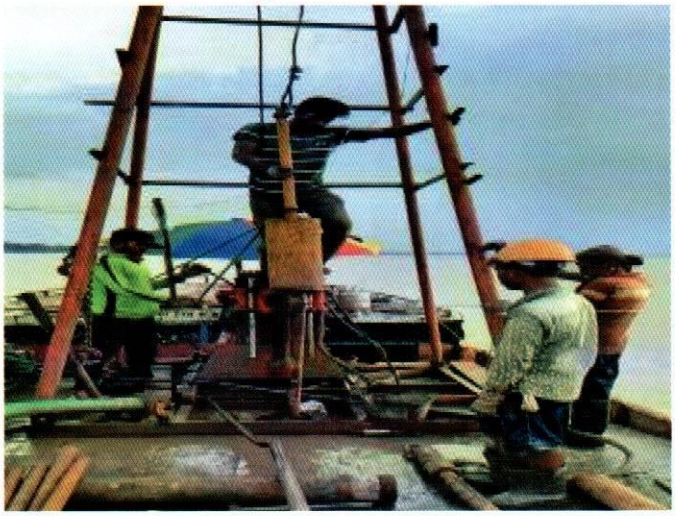

চিত্র: বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতার এক অনন্য নজির পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ' প্রকল্প। পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৬ সালের ১৫ আগস্ট এই সেতুর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি মারফত শীর্ষেন্দুকে সেতু নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সেন্টার অফ ইনোভেশন উদ্বোধন

চিত্র: সেন্টার অফ ইনোভেশন উদ্বোধনকালে সেতু বিভাগ ও সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল এবং এর কার্যাবলীসমূহকে যুগোপযোগি করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেতু ভবনের ১২তম তলায় ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সেন্টার অফ ইনোভেশন এর শুভ সূচনা করেন। ইতোমধ্যে বর্ণিত সেন্টারে ২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শতভাগ ই-নথি বাস্তবায়ন

করোনা মহামারিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি দাপ্তরিক কাজে ই-নথি বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়েছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন-এর নেতৃত্বে গত অক্টোবর ২০২০ মাসে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ই-নথি বাস্তবায়নে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে।

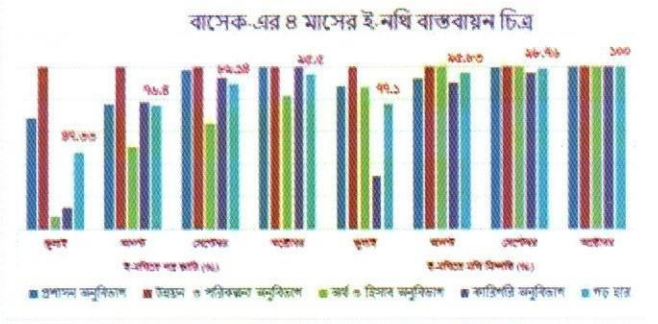

চিত্র: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ই-নথি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গত জুলাই ২০২০ মাসে ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তি ৭৭.১০% হলেও অক্টোবরে ২০২০ মাসে তা ১০০% এ অর্জিত হয় এবং এই ধারা বর্তমানে অব্যাহত হয়েছে।

চিত্র: সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ই-নথিতে প্রথম শতভাগ অর্জনকারী উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগকে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

শতভাগ ই-নথি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাসেকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আইটি সরঞ্জাম সরবরাহসহ একাধিকবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শতভাগ অর্জনে উৎসাহিত করার জন্য সচিব মহোদয় পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেন এবং প্রথম ১০০ ভাগ অর্জনকারী উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগকে ক্রেস্ট প্রদান করেন। তিনি পুরস্কার প্রদানের এ ধারা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু সেতুতে VMS সার্ভিস চালু

চিত্র: বঙ্গবন্ধু সেতুতে ভিএমএস বোর্ড

বিভিন্ন উৎসবকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু সেতুতে গাড়ীর চাপ অনেক বেড়ে যায়। গাড়ীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় টোল পরিশোধে যাত্রীদের বিলম্ব হয়। যাত্রীদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Variable Message Sign (VMS) সার্ভিস চালু করেছে। VMS বোর্ডে বিভিন্ন যানবাহনের ভাড়া প্রদর্শিত হবে এবং যানবাহন চলাচলের নির্দিষ্ট লেন নির্দেশ করবে। এতে যাত্রীদের ভোগান্তি যেমন হ্রাস পাবে সেই সাথে স্বল্প সময়ে টোল পরিশোধ করে সেতু পারাপার হতে পারবেন।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্ণার উদ্বোধন

চিত্র: মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এম পি বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্ণার উদ্বোধন করেন

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এম পি, গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের নীচতলায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে সেতু ভবনে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্ণারের উদ্বোধন করেন। উক্ত কর্ণারে কারাগারের রোজনামচা- শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী- শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন- শেখ মুজিবুর রহমান,বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-শেখ হাসিনা, ওরা টোকাই কেন-শেখ হাসিনা, শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র- শেখ হাসিনা,বঙ্গবন্ধু ও দেশের কথা - ওবায়দুল কাদের, শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা-শামসুজ্জামান খান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রয়েছে। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উধ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেতু ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

চিত্র: মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এম পি সেতু ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পথ যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৫ সনে। এটির দাপ্তরিক কাজ-কর্ম শুরু হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে। এই কর্তৃপক্ষের কর্মপরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০১ সালে বনানীস্থ সেতু ভবনের কার্যক্রম শুরু হয়। এই ভবন প্রথমে ৪তলা করা হয়। কর্মপরিধি এবং জনবল বৃদ্ধির ফলে ২য় দফায় ৬ষ্ঠ তলা এবং সর্বশেষ ২০২০ সালে এটি ১২তম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। প্রথমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল ছিল ১৫৭ জন। বর্তমানে এর জনবল সংখ্যা ৩৮৬ জন। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের মাধ্যমে এ কার্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সম্প্রসারিত সেতু ভবন উদ্বোধন করেন।

ETC সেবা চালু

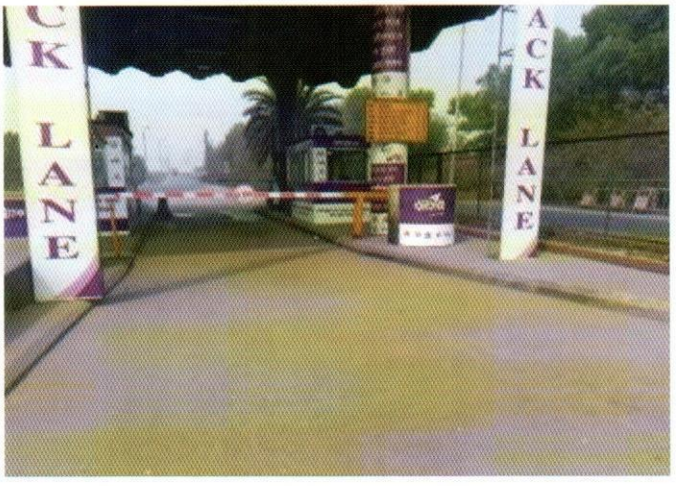

চিত্র: বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব টোল প্লাজায় ফাস্ট ট্র্যাক লেন চালু

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল পাজায় এবং ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতুর মুক্তারপুর প্রান্তে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে টোলপাজায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ-এর নেক্সাস-পে অথবা রকেট একাউন্ট-এর টোল কার্ড ব্যবহার করে উক্ত সুবিধাটি পাওয়া যায়। সুবিধাটি পেতে গাড়ীর নম্বরটি টোল কার্ডের সাথে ডাচ বাংলা ব্যাংক-এর যেকোন শাখা, ফাস্ট ট্র্যাক বা নেক্সাস-পে থেকে রেজিস্ট্রেশন করে টোল কার্ডের প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স নিশ্চিত করা হয়। আর সহজেই ব্যবহারকারির গাড়িতে বিদ্যমান সচল ও কার্যকর আরএফআইডি ট্যাগের মাধ্যমে টোল প্রদান করা যায়। নগদ টাকা প্রদানের জন্য কাউকে টোল পাজায় এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয় না। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাধাহীনভাবে ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে টোল পাজা অতিক্রম করতে পারে। এসব সুবিধার কারণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ETC ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পদ্মা সেতু এলাকায় বৃক্ষরোপণ

চিত্র: নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বৃক্ষরোপণ করেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন গত ১৮ সেপ্টম্বর ২০২০ তারিখে "পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প" এলাকায় বৃক্ষ রোপন করেন।

কর্তৃপক্ষের ১০৯তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৯তম বোর্ড সভা ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা বোর্ড -এর চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল পদ্ধিতিতে Zoom Meeting App-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: সভায় সংশ্লিষ্ট সন্মানিত বোর্ড চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ Zoom Meeting App-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ

সভায় বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড়ের ২১৪ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুকূলে ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া, বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারির ফলে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুর টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রেখে প্রস্তাবিত টোল হার বাস্তবায়নের নিরিখে পুনঃনির্ধারণকরতঃ পরবর্তী বোর্ড সভায় প্রস্তাব উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

এপিএ বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষর

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সেতু বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে এপিএ চুক্তি সম্পাদন করেন। সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের সাথে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এপিএ বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহের সকল প্রকার কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে যথাযথভাবে এপিএ-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মহোদয় ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

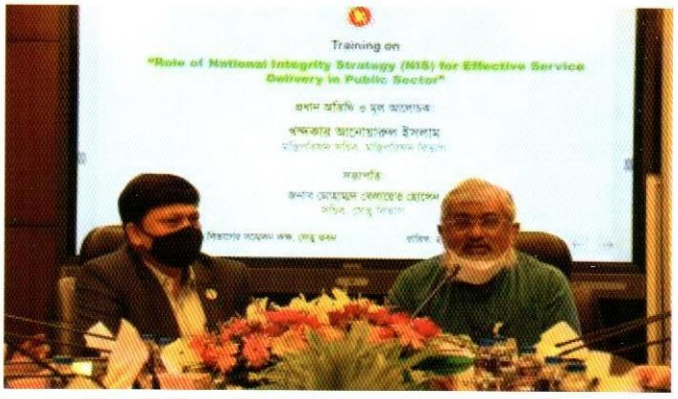

চিত্র: মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এআইএস এর বিষয়ে সেতু বিভাগের সম্মেলক কক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন

সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংস্থার অতিথি বক্তার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মোট ৩১টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

শতভাগ এডিপি বাস্তবায়ন

সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় বৈশ্বিক করোনা মহামারীর প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বরাদ্দকৃত (সংশোধিত) ৬৬৮১.৫৩ কোটি টাকা এডিপির মধ্যে ৬৬৬৬.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে ৯৯.৭৭% (প্রায় শতভাগ) এডিপি বাস্তবায়নের অনন্য গৌরব অর্জিত হয় এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

রেলওয়ের সাথে বিবিএ-এর চুক্তি স্বাক্ষর

চিত্র: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু রিসোর্ট এর অংশবিশেষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প এর প্যাকেজ WD2-এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান IHI-SMCC Joint Venture-এর Site Office & Accommodation হিসেবে ব্যবহারের জন্য ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এবং সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড - এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

জনসাধারণকে টানেল সম্পর্কে অবহিত করতে ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড টানেলের ওপর বিভিন্ন প্রামাণ্য-চিত্র তৈরী করে প্রচার করবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ এবং ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড - এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

পদ্মা সেতুর টোল আদায়ে কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন

চিত্র: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন - এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন-এর মধ্যে Construction Supervision Consulting (CSC) Services (2nd Phase) চুক্তি ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন মূলত পদ্মা বহুমূখী সেতুর টোল আদায়ে সার্বিক সহযে-াগিতা প্রদান করবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এবং সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চিত্র: মতবিনিময় সভায় অংশীজনের অংশগ্রহণ

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল পাজা এবং ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতুতে ফাস্ট ট্র্যাক ব্যবহারের সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনদেরকে Electronic Toll Collection (ETC) সেবা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়া হয় এবং তাদের বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। সভায় বিআরটিএ এর চেয়ারম্যান এবং সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সেক্রেটারীসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিবাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।

মামলা জট নিরসনে যুগোপযোগী পদক্ষেপ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাস্তবায়িত সেতুর মধ্যে টাঙ্গাইলস্থ যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু, মুন্সীগঞ্জে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর সেতু) সেতু, এছাড়া, বাস্তবায়নাধী সেতুর মধ্যে পদ্মা নদীর উপর পদ্মাবহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রামস্থ কর্ণফুলী নদীর উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ প্রকল্প (কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প), সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, বিআরটি প্রকল্প, এবং ঢাকা সাব-ওয়ে প্রকল্প। এছাড়াও, নতুন নতুন আরও বেশ কয়েকটি প্রস্তাবিত প্রকল্প রয়েছে। উল্লিখিত বাস্তবায়নাধীন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগসহ দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনালসহ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে বিভিন্ন প্রকারের মামলা-মোকদ্দমার উদ্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে। বর্তমান পর্যন্ত সবমিলে উচ্চ আদালতে চলমান মামলার মোট সংখ্যা ২৫টি এবং জেলা জজ আদালতসহ ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন আদালতে চলমান মামলার সংখ্যা ১৩৯টি। মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য আইনজীবীদের জন্য যুযোপযোগি করে "সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা ২০২০" নামে নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মোট ৯ জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যাদের মাধ্যমে মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

যোগদান

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা মোসাঃ শরীফুন্নেসা, গত ০৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন) পদে যোগদান করেন। ইতঃপূর্বে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পদে নাটোর জেলা প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন।

মোসাঃ শরীফুন্নেসা

পদোন্নতি

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিভিন্ন পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

রাশিদা খানম

মোঃ আশরাফুল ইসলাম

মোঃ রফিকুল ইসলাম

ফাতেমা আক্তার

মোঃ মশিউর রহমান

মিন্টু মিয়া

মোঃ সারোয়ার জাহান

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

নিউজ লেটার প্রকাশনা কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

পরামর্শক : পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রধান প্রকৌশলী এবং পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

এডিটরিয়াল কমিটি

আহ্বায়ক -অতিরিক্ত পরিচালক (পিএন্ডডি) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য- অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য- উপপরিচালক (অডিট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য- উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য-উপপরিচালক (পিএন্ডডি) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য-নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন) (চঃদাঃ),বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য- সহকারী পরিচালক (আইন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য- সহকারী পরিচালক (পিএন্ডডি) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সদস্য- সচিব- জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।